দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

048

শিক্ষাঙ্গন

মুখস্ত বিদ্যা প্রকৃত বিদ্যা নয়

শিক্ষা কি? অক্ষরজ্ঞান মাত্রই শিক্ষা নয়। অক্ষর একটি সাংকেতিক চিহ্ন মাত্র। অন্য কিছুর প্রতীক। সেই 'অন্য-কিছু' সত্য হতে পারে, কিন্তু প্রতীক সত্য নয়। সুতরাং সাক্ষরতা নিরক্ষরতার বিপরীত, মুর্খতার নয়। মুর্খতার বিপরীত শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষা কি?

পাঠ্য মুখস্ত করা শিক্ষা বা বিদ্যার্জন নয়।

জীব জগতের সর্বত্র বিরামহীন শিক্ষা চালু আছে। পশু-মা তার শাবককে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় কলাকৌশল সব শেখায়। জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই শেখায়। সেখানে রুটিনমাফিক পরীক্ষা নেই। জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজনী সবই সেখানে শিক্ষণীয় এবং যা শিক্ষণীয় তার সবই অবশ্যই করণীয়। যা পালন করার দরকার করে না। তা শেখারও দরকার নেই। সুতরাং জীবজগতে শিক্ষার অপচয় নেই।

কিন্তু আমাদের এই মানবজগতে পরীক্ষায় প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান দখল করবার জন্য এনম সব পাঠ্য মুখস্ত করতে হয় যা জীবনের করণীয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই দেখা যায় এক বিষয়ে ডিগ্রী নিয়ে অন্য বিষয়ে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার মধ্যে কোন অসঙ্গতি কেউ দেখতে পায় না। কারণ পাঠ্য শুধু ডিগ্রী লাভের হাতিয়ার, জীবন সংগ্রামে আবশ্যকীয় নয়।

শিক্ষার নামে এমন ফাঁকি উন্নত এবং অগ্রসরমান অন্য কোন সমাজে আছে বলে মনে হয় না।

অর্থহীন, উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রান্ত শিক্ষার এ গড্ডলিকা স্রোত রোধ করার কী উপায়? সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান জরুরী যে কথা সেটা হলো মুখস্ত বিদ্যা যে প্রকৃত বিদ্যা নয়, এ কথা উপলব্ধি কর এবং কায়মনবাক্যে তা স্বীকার করা। শিক্ষার নামে আমরা অনেক বড় বড় ফাঁকা বুলি উচ্চারণ করে থাকি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমাদের এ শিক্ষা পক্ষাঘাতগ্রস্থের ন্যায়।

আমাদের জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থেকে থাকে তবে সন্দেহ হয় সেটা প্রতারণা। আমরা সহজাত প্রতারক। অনবরত আমরা প্রতারণা করছি আপরকে। সমাজকে। কিন্তু এটা কি বুমারেং হচ্ছে না? প্রতারণা করছি না নিজেদেরকেও?

আমরা বড়জোর কর্মচারী হচ্ছি। কর্মচারী উচ্চধাপে উন্নীত হলে হোন কর্মকর্তা। আসলে দুই-ই এক। নিজেদের সুবিধামত কোন এক জায়গায় কৃত্রিম রেখা টেনে ভাগ করা। সব ডিগ্রী নিয়ে এই খেলাই খেলছি আমরা।

কিন্তু আমাদের সহজাত প্রতিভা গেল কোথায়? যা জন্মলব্ধ। পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর জৌলুশ থাকতে পারে কিন্তু বন্যতা নেই। বন্যতা মানে মৌলিকত্ব। মৌলিকত্ব নেই। আমরা তাই পিঞ্জরাবদ্ধ পশু হচ্ছি। শক্তির অনুশীলন নেই। অভিব্যক্তি নেই। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি কর্মে তো পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে না। মনোবিজ্ঞান বলে— একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার মেধার বিস্তৃতি সমপরিমাণ। আমরা এই বাংলাদেশের অধিবাসী দশকোটি। অন্য যে কোন দশকোটির সঙ্গে মৌলিকভাবে আমাদের মেধার পুঞ্জি সমান্তরল।

তাহলে সৃজনশীল-কর্মে অবিষ্কার-কর্মে আমরা এত পিছিয়ে কেন? আমাদের স্বতস্ফুর্ত মেধাকে সংস্কারের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। এ বাঁধন থেকে কোন প্রকারে যদি কেউ মুক্ত হতে পারে তাহলে তার মেধা তো খুলে যায়। আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে গিয়ে আমাদের তরুণেরা বহু বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের ফজলুর রহমান খান পৃথিবীর সর্বোচ্চ ইমারতের ডিজাইন করেছেন। এ নিয়ে আমরা গর্ব করি। কিন্তু আসলে আমাদের বিলাপ করা উচিত। এ দেশে প্রতিভার স্ফুরণের কোন পথ আমরা খোলা রাখিনি।

বিদেশে আধুনিককালে শিক্ষার সকল কর্মকাণ্ডকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি আনুষ্ঠানিক এবং অপরটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আমাদের দেশে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারণা নির্বাসিত ও অস্বীকৃত। আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুধু আনুষ্ঠানিকই নয়। একেবারে জীবাশ্মে রূপান্তরিত। কামনা করতে ইচ্ছে হচ্ছে— কোন যাদু-মন্ত্রে একদিন যদি হঠাৎ আমাদের সমগ্র শিক্ষানামক অপ-যন্ত্রটি ধূলিসাৎ হয়ে যেত। এ জঞ্জালমুক্ত না হলে আমাদের মনের মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি পুনরুদ্ধারের আর কোন পথ তো দেখি না।

উড়োজাহাজের আবিষ্কারক রাইট ভ্রাতৃদ্বয়। তারা দু'জনেই বাই-সাইকেল কারিগর ছিলেন। অধ্যাপক নন। পণ্ডিত বা বৈজ্ঞানিক নন। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের জনক বলে চিহ্নিত রিচার্ড আর্করাইট। তিনি পেশায় ছিলেন নাপিত। এবং নিরক্ষর। প্রায় নিরক্ষর সম্রাট আকবর তো ইতিহাসে বিখ্যাত। বাবর, শেরশাহ এরা সবাই বাল্যে গৃহতাড়িত। শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত। আর অতদূরে যাবারই দরকার কি? আমরা তো উম্মি নবীর উম্মত। মনে রাখা দরকার— সাক্ষরতা মানেই শিক্ষা নয় এবং নিরক্ষরতা মানেও মুর্খতা নয়।

—হোসেন আহমদ চৌধুরী